দৈনিক জনকণ্ঠ

85

তারিখ ... JAN. 15 2000 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

পাঠ্যসূচীতে অর্থনীতি প্রসঙ্গ

অভিমত

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অন্যতম দরিদ্র দেশ। যদিও বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে দেশের প্রতিটি নাগরিককে অর্থনৈতিকভাবে সচেতন হতে হবে। নিজ দেশের অর্থনীতি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের তথা আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কিছুটা ধারণা থাকা উচিত। রাষ্ট্রের অর্থনীতির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, প্রক্রিয়া বা ফলাফল আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না "অর্থনীতি" বিষয়টি সম্পর্কে না জানার কারণে। জাতীয় বাজেটে কেন দ্রব্যের ওপর কর বাড়ানো বা কমানো হলো, কেন দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ল বা কমলো, মুদ্রাস্ফীতি কতটুকু এবং তার কারণ কি? বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কত বা কতটুকু থাকা উচিত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি কেমন, ব্যাংক হার কেন পরিবর্তিত হলো এবং তার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হারে কেন পরিবর্তন এলো- এসব কিছুই আমরা অর্থনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ না করে এর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করি। এতে দেশের রাজনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, যার সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব আবার দেশের অর্থনীতির ওপর এসে বর্তায়। অথচ এসব কিছুরই সুন্দর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আছে- যা দেশের সাধারণ মানুষ জানলে এবং বুঝতে পারলে দেশেরই মঙ্গল হবে। ১৯৮৩ সাল থেকে মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভূগোল বিষয়কে আবশ্যিক করা হয়। নিঃসন্দেহে সেটি একটি ভাল সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু সে সময়েই যদি 'অর্থনীতি' বিষয়টিকেও আবশ্যিক করা হতো, তাহলে ভালই হতো। মাধ্যমিক শ্রেণীর মানবিক বিভাগ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে মানবিকের এবং বাণিজ্য বিভাগের ছাত্ররা 'অর্থনীতি' বিষয়টি অধ্যয়ন করে থাকে। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে বাণিজ্য শাখায় 'অর্থনীতি' আবশ্যিক ছিল। ১৯৯৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসে সকল বিষয়ে আমূল পরিবর্তন আসে এবং বাণিজ্যে "অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল" বিষয়টিকে ঐচ্ছিক বিষয় করা হয়। এতে বাণিজ্য বিভাগের সাধারণ ছাত্ররা অধিক হারে "অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল" না নিয়ে "কম্পিউটার" এবং "সাচিবিক বিদ্যা" বিষয়গুলো নিয়ে থাকে। কারণ উক্ত বিষয়গুলোতে ব্যবহারিক থাকায় এতে নম্বর পাওয়া অনেক সহজ। অথচ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে বাণিজ্য শাখা থেকে পাস করা একটি ছাত্র উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বাণিজ্যের যে বিভাগেই ভর্তি হোক না কেন, 'অর্থনীতি' তাকে পড়তেই হবে। বাণিজ্যের যে কোন বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে পড়তে গেলে তাকে একটি পত্র 'অর্থনীতি' আবশ্যিকভাবে পড়তে হয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে, বিবিএ, এমবিএ, বাণিজ্য, সমাজবিজ্ঞান, কলা অনুষদের সব ধরনের কোর্সেই এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেও 'অর্থনীতি' পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে যেসব ছাত্রছাত্রী 'অর্থনীতি' নেবে না, তাদের পরবর্তীতে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। অন্যদিকে, মানবিক শাখায় নৈর্বাচনিক বিষয়গুলোর সমন্বয় এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে প্রায় ছাত্রকেই 'অর্থনীতি' নিতে হয়। এটা একটা ভাল দিক নিঃসন্দেহে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বর্তমানে 'অর্থনীতি' বিষয়টিতে এত ব্যাপকভাবে গণিতের ব্যবহার ঘটেছে যে; মানবিকের একজন ছাত্র তা সহজে আত্মস্থ করতে পারে না। আবার, সম্মান শ্রেণীতে 'অর্থনীতি' বিষয়টিতে গণিতের সর্বোচ্চ অন্তর্ভুক্তিতে দেখা যায়, বিজ্ঞান থেকে পাস করা একজন ছাত্র যত সহজে অর্থনীতি বুঝতে পারছে, বাণিজ্য বা মানবিকের ছাত্ররা তা পারছে না। তাই, দেশের সচেতন শিক্ষাবিদদের প্রতি অনুরোধ থাকল এ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার জন্য।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে, বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য বিভাগে 'অর্থনীতি' বিষয়টির প্রতি হঠাৎ এ ধরনের অবহেলা ভবিষ্যতে বৈরী প্রভাব ফেলবে। কারণ, আজকের ছাত্রসমাজই ভবিষ্যত অর্থনীতি, রাজনীতির কর্ণধার হবে। এ দু'বছরেই অর্থনীতি না নেয়ার প্রতি ছাত্রদের যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা অদূর ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। কারণ, অর্থনীতি বিষয়টি এমনিতেই যথেষ্ট জটিল। তার ওপর, গণিতের ব্যাপক ব্যবহার বিষয়টিকে ক্রমশ বিজ্ঞাননির্ভর করে তুলছে। এমতাবস্থায় মুষ্টিমেয় ভাল ছাত্র ছাড়া অর্থনীতি অন্যরা পড়তে চাইবে না। অথচ, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কল্যাণের কথা চিন্তা করলে অর্থনীতির কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে সকলেরই অবহিত থাকা উচিত। সেজন্য, মাধ্যমিক শ্রেণী থেকেই 'অর্থনীতি' পড়ানো উচিত বলে মনে করি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় 'অর্থনীতি' বিষয়টির গুরুত্ব উপরের আলোচনায় কিছুটা বোঝা যায়। আলোড়ন সৃষ্টিকারী অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইনস, যিনি ১৯৩৩-এর বিশ্বব্যাপী মহামন্দা থেকে অর্থনীতিকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছিলেন, তিনি বলেছেন- "অর্থনীতি একটি চিন্তাপদ্ধতি, যার সাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।" এ কারণেই আমি মনে করি, ১৯৯৮ সালের পূর্বে উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য শাখায় যেমন 'অর্থনীতি' আবশ্যিক ছিল, সেটা পুনর্বহাল করা উচিত। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিক স্তরেও যদি মৌলিক অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো ভূগোলের মতোই আবশ্যিক করা যায়, সেটা আরও ভাল হবে। অন্যদিকে, উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখায় চতুর্থ বিষয়ের পছন্দ *(Option)*-তালিকায় পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ইত্যাদির মতো "অর্থনীতি" বিষয়টিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এতে যারা অর্থনীতিতে সম্মান বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আগ্রহী তাদেরও সুবিধা হবে। মূল কথা হলো- মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য সকল শাখার ছাত্ররা যাতে অর্থনীতি পড়তে পারে তার ব্যবস্থা, বিশেষত বাণিজ্যে অর্থনীতিকে পূর্বের মতোই বাধ্যতামূলক করতে পারলে তা দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ বয়ে আনবে।

লায়লা আক্তার বানু